হাজরাহাটে মিছিল বিজেপির

তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের হাজরাহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিছিল করে বিজেপি। বিজেপি নেতা মধুসূদন মণ্ডল এ খবর জানিয়েছেন।

দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত পুনর্দখল তৃণমূলের

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ফের তৃণমূলে ফেরার সময় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। ছবি : তপন আইচ

বক্সিরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : দলবদল করে গ্রাম পঞ্চায়েত পুনর্দখল শুরু হল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকেও। বুধবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ ও মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির কাছ থেকে পুনরায় দখলে নিল তৃণমূল।

এদিন আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সীমান্ত সংলগ্ন রসিকবিল এলাকায় শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ ৫ সদস্য এবং মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সহ ১০ সদস্য ফের তৃণমূলে ফিরলেন। এঁরা বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দলের জেলা সভাপতি তথা মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, দলের তুফানগঞ্জ মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত মানিক দে। দলবদল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জের বিধায়ক ফজল করিম মিয়াঁ, জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ডাকুয়া প্রমুখ।

মানিকবাবু জানান, গত লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে দলে টানে। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে অচলাবস্থা শুরু হয়। সাধারণ মানুষ পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হন। তাই মানুষকে পরিসেবা দিতে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা হুমকি ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে পুনরায় দলে ফিরে এসেছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ আবার সঠিক পঞ্চায়েত পরিসেবা পাবেন। তিনি জানান, তাঁরা খুব অল্পদিনের মধ্যে ব্লকের বাকি ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতও পুনর্দখল করবেন।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ সদস্যের মধ্যে প্রধান নিবারণ মণ্ডল সহ চার সদস্য ছাড়া বাকি ১০ জন পঞ্চায়েত সদস্য লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপিতে যোগ দেন। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিন সেই দশজনের মধ্যে পাঁচজন সদস্য পুনরায় তৃণমূলে ফিরে এলেন। ফলে বর্তমানে ১৪ সদস্যের মধ্যে ৯ জনই তৃণমূলের হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে এল।

> গত লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে দলে টানে। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে অচলাবস্থা শুরু হয়। সাধারণ মানুষ পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হন। তাই মানুষকে পরিসেবা দিতে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা হুমকি ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে পুনরায় দলে ফিরে এসেছেন।
>
> — মানিক দে, তৃণমূল নেতা

অপরদিকে, মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ সদস্যের মধ্যে ১০ জনই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন প্রধান বিপুল বর্মন ও উপপ্রধান অতুলচন্দ্র সাহা সহ ৮ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতটি পুনরায় তৃণমূলের দখলে এল। লোকসভা ভোটের পর ব্লকের সব তৃণমূল নেতা গা-ঢাকা দেন। দলে দলে তৃণমূল কর্মীরা দল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যান। তৃণমূলের জেলা ও রাজ্য নেতারা এলাকার দলীয় দপ্তরগুলি খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে সাতদিন আগে তৃণমূল যুবনেতা সুরেশ বর্মন, স্থানীয় তৃণমূল নেতা নীহার বড়ুয়া, শচীন্দ্র বর্মন প্রমুখ মহিষকুচি-২ ও শালবাড়ি-১ এলাকায় প্রথম কর্মীসভা ও 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি পালন করেন। তারপর থেকেই তৃণমূল কর্মীরা একত্রিত হতে শুরু করেন। এলাকায় মিছিলও করেন। এরপরই এই দলবদল।

এ ব্যাপারে বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্রের সংযোজক উৎপল দাস জানান, তাঁরা কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকেই জোর করে দলে নেননি। তাঁরা স্বেচ্ছায় বিজেপিতে এসেছিলেন। কিন্তু বিজেপির নিয়মনীতি মেনে কাজ করতে না পারায় ও দুর্নীতি করতে না পারায় তাঁরা আবার তৃণমূলে ফিরে গেলেন। এতে বিজেপির কোনো ক্ষতি হবে না। বরং লাভ হল। এতে সাংগঠনিক শক্তি বাড়বে ও জনসমর্থনও বাড়বে। এর প্রমাণ পরবর্তীতে সাধারণ মানুষই দেবেন।

দাবিপূরণ হয়নি
আন্দোলনের হুমকি প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির

নয়ারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, সরকারি সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষমদের অগ্রাধিকার, ভূমিহীন প্রতিবন্ধীদের পাট্টা বিতরণ সহ ১৭ দফা দাবিতে আন্দোলনে নামল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কমিটি। বুধবার সংগঠনের অন্তত তিন শতাধিক সদস্য মিছিল করে ব্লকের বিডিও, সিডিপিও, ভূমিসংস্কার অফিস ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে দাবিপত্র দেন। এতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সহসভাপতি আমিনুর রহমান ও ব্লক সভাপতি সফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা প্রদীপ দাস, পুষ্পজিৎ বর্মন, আসমত আলি প্রমুখ। দাবিপূরণ না হলে সংগঠনের সদস্যরা বড়ো আন্দোলনে নামবেন বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

বিডিও অফিসের কাছেই একটি মূক ও বধির স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা, গৃহ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষমদের অগ্রাধিকার, শিক্ষিত বিশেষভাবে সক্ষমদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগ, তাঁদের জন্য মেডিকেল বোর্ড চালু, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের জেলা সহসভাপতির অভিযোগ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের এখনও নানা ক্ষেত্রে অন্যের দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষভাবে সক্ষমদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হলে এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা হলে বর্তমান অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। তাই এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। অবিলম্বে দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিডিও সম্বল ঝা বলেন, কিছু দাবি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাকি দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক নীলরতন হালদার এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষও।

ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি মানসিক ভারসাম্যহীনকে

দিনহাটা, ১১ সেপ্টেম্বর : ছেলেধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটা থানার অন্তর্গত বড়াইবাড়ি গ্রামের ঘটনা। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবক বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই যুবকের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে পুলিশ। এ নিয়ে গত তিনদিনে দিনহাটা মহকুমা এলাকায় দুটি গণপিটুনির ঘটনা ঘটল।

এদিন ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটলেও কোচবিহার জেলায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। গত ৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের পুঁটিমারি চেকপোস্ট এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে পুলিশ উদ্ধার করে দিনহাটা হাসপাতালে ভরতি করায়। জানা যায়, তার নাম জোসেফ সাঁওতাল। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার রাতে দিনহাটার বড়াইবাড়ি গ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে ছেলেধরা সন্দেহ করে বাসিন্দারা। তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভরতি করায়। পাশাপাশি ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে দিনহাটা থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, মারধরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ আজ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙ্গা, আটপুকুরি, উনিশবিশা সহ মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিসেবা বন্ধ থাকবে। বুধবার এ ব্যাপারে মাইকে প্রচার চালানো হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিসেবা বন্ধ থাকবে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ঘোকসাডাঙ্গা সাব-স্টেশনের অপারেটর শ্যামলেশ সরকার জানান, ঘোকসাডাঙ্গা হাইরোড চৌপথি সংলগ্ন ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশনে রক্ষণাবেক্ষণ, কিছু মেরামতির কাজ সহ লাইনের কাজও করা হবে। সেই কারণেই বিদ্যুৎ পরিসেবা বন্ধ থাকবে। মাইকে বিষয়টি সবাইকে জানানো হয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জে বিজেপি কর্মীকে পেটানোয় অভিযুক্ত তৃণমূল

হলদিবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : বিজেপির এক কর্মীকে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ফতেমামুদের প্রধানপাড়ায়। বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। তৃণমূলের দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চল কমিটির সভাপতি আলিউল ইসলাম সরকারের দাবি, তৃণমূলের কর্মীরা ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নন। নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে মার খেয়েছেন বিজেপি কর্মী। পুলিশ জানিয়েছে, ৯ জন তৃণমূল কর্মীর নামে অভিযোগ করা হয়েছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

আহত বিজেপির কর্মী আবেদুল মহম্মদ জানিয়েছেন, এদিন বাড়ি সংলগ্ন কাঞ্চা মোড়ের একটি দোকানে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সেসময় তৃণমূলের কয়েকজন তাঁকে পেটায়। তৃণমূল কর্মী আনাউদ্দিন মহম্মদ তাঁর বাঁ হাতে আঘাত করে। তাতে তাঁর বাঁ হাতের হাড় ভেঙে যায়। জনৈক রাকেশ মহম্মদ পুনরায় তাঁর হাতে আঘাত করলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অন্যরা তাঁকে মারধর শুরু করলে তিনি নিকটবর্তী একটি দোকানে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে বের করে মারধর শুরু করলে তিনি চিৎকার জুড়ে দেন। স্থানীয়রা ছুটে আসলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসার পর তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু তাঁকে বাড়িতেই নিয়ে আসা হয়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি হলদিবাড়ি থানায় আনাউদ্দিন মহম্মদ, রাকেশ মহম্মদ, রবিফুল মহম্মদ, জাহাঙ্গির মহম্মদ, আনাউদ্দিন মহম্মদ, হাফিজুল মহম্মদ, জহিবুল মহম্মদ, ফজলুল রহমান ও জব্বার মহম্মদ নামে নয়জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। বুধবার দুপুরে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগ ওড়াল তৃণমূল

অন্যদিকে অভিযুক্তরা জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে মারপিটে আবেদুল মহম্মদ আহত হন। এদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী আলিউদ্দিন মহম্মদের পালটা অভিযোগ, এদিন বাজার থেকে বাড়ির ফেরার পথে বিজেপির তিনকর্মী আবেদুল মহম্মদ, মশিউর রহমান প্রধান ও জগদীশ রায় তাঁকে গালিগালাজ করে। তাঁকে মারধর করার চেষ্টা হয়। তিনি কোনোক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচেন। তাঁর দাবি, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিজেপির কর্মীদের নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। তার জেরেই আবেদুল মহম্মদ আহত হতে পারেন বলে তিনি দাবি করেন। এদিকে তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর করার চেষ্টার জন্য আবেদুল মহম্মদ, মশিউর রহমান প্রধান ও জগদীশ রায়ের নামে হলদিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।

দায়িত্ব নেওয়ার পর কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রধান ও উপপ্রধান। -বুল নমদাস

উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ নিলেন কুর্শামারির প্রধান

নয়ারহাট, ১১ সেপ্টেম্বর : সোমবারই দ্বিতীয়বারের জন্য মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা জুলজেলাল মিয়াঁ। বুধবার তাঁকে প্রধানের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এদিন দপ্তরে বসার পরই বেশ কিছু ফাইলে সই করেন তিনি। দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারেও বিস্তারিত খোঁজ নেন। নানা প্রয়োজনে আসা সাধারণ মানুষের সমস্যার কথাও শোনেন। পড়ুয়াদের দেওয়া হয় শংসাপত্রও। এদিন দপ্তরের মধ্যেই ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। করা হয় মিষ্টিমুখও। প্রধানের সঙ্গে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন উপপ্রধান আছমা বিবিও। তাঁকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই সময় প্রধানের দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার জেলাপরিষদ সদস্য ধনীরাম অধিকারী সহ দলের নেতা-কর্মীরা। পরে জুলজেলাল জানান, দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়ে তিনি আপ্লুত। ১০০ দিনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, রাস্তার উন্নতি করা, সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমতো পরিসেবা পান সেদিকে লক্ষ রাখাই এখন তাঁর প্রধান কাজ।

দীর্ঘদিন আইনি লড়াই চলার পর আদালতের নির্দেশেই সোমবার তৃতীয়বারের জন্য কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন ও প্রধান নির্বাচন করা হয়। এবার বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূলের বিরোধী শক্তি না থাকলেও প্রধান ও উপপ্রধান কারা হবেন এই নিয়ে জোড়াফুলের ৫ সদস্যের মধ্যেই বিভাজন তৈরি হয়েছিল। দলও এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেয়নি বলে অভিযোগ। বোর্ড গঠনে অংশ না নেওয়ার জন্য দলের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল একটি মহলের পক্ষ থেকে। ফলে বোর্ড গঠন কেন্দ্রে ৫ সদস্যের মধ্যে দুজনই অনুপস্থিত ছিলেন। মাত্র তিনজন সদস্য নিয়েই বোর্ড গঠন এবং প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন হয়। বোর্ড গঠন নিয়ে কোনো অশান্তি না হলেও এখনও কোন্দল রয়েই গিয়েছে বলে দলের একটি সূত্রেই জানা গিয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে শপথ না নেওয়ার কারণে বিজেপি ও নির্দলের যে ৮ সদস্যের পদ খারিজ করেছিল আদালত তাঁরাও কিন্তু পদ ফিরে পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন আদালতের কাছেই। সেই সংক্রান্ত মামলা এখনও বিচারাধীন। আবার খারিজ হওয়া সদস্যের আসনে পুনরায় নির্বাচনের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে। এমতাবস্থায় জুলজেলাল মিয়াঁ প্রধানের চেয়ারে বসলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসকদল যে পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হতে পারছে না তা স্বীকার করছে এলাকার রাজনৈতিক মহল। নবগঠিত বোর্ডের মেয়াদ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এর আগেও দু'বার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়েছিল। প্রথমবারও জুলজেলার মিয়াঁর নেতৃত্বে বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল।

স্কুলের শ্রেণিকক্ষ ভাঙার কাজ বন্ধ করলেন যুবকরা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : টেন্ডার ডাকা হয়নি। নেওয়া হয়নি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি। অথচ বিদ্যালয়ের পুরোনো ঘর ভাঙছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগ তুলে ঘর ভাঙার কাজ বন্ধ করলেন কতিপয় যুবক। যদিও কর্তৃপক্ষের সাফাই, নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরির জন্য পুরোনো ঘর ভাঙা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, ঘোকসাডাঙ্গার বৃষকেতু ধর্মেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ বেশ প্রাচীন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেগুলি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ঘর ভাঙতে হলে টেন্ডার ডাকতে হয়। তা করা হয়নি। এই অভিযোগ তুলে জনৈক ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, হরসুন্দর সরকার, দীপক বর্মন প্রমুখ কাজ বন্ধ করে দেন। বুধবার এ বিষয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি কোনো অনুমতি বা টেন্ডার না ডেকে বিদ্যালয়ের পুরোনো শ্রেণিকক্ষ ভেঙে ফেলার কাজ করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমরা বিদ্যালয়ে এসে খোঁজ নিই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঘর ভাঙা যায় না বলে আমরা জানি। আর তাই আমরা এই কাজ বন্ধ করেছি। আমরা চাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ঘর ভাঙা হোক।

ভাঙা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। ছবি : রাকেশ শা

অন্যদিকে, ঘোকসাডাঙ্গা বৃষকেতু ধর্মেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিশ্বেশ্বর বর্মন বলেন, 'আমরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে পুরোনো শ্রেণিকক্ষের একটা অংশ ভাঙছি। নতুন শ্রেণিকক্ষ বানানোর জন্য এই কাজ করা হচ্ছে। পুরোনো টিন ও ইট দিয়ে মেয়েদের সাইকেল রাখার জন্য একটি ঘর বানানো হবে। পাঁচিলও বানানো হবে। এলাকার লোকজন কাজে বাধা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সীমা তালুকদারের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে চাইলে তিনি জানান, মিটিংয়ের জন্য বাইরে আছি। পরে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।

বঞ্চনার অভিযোগ তুলে স্থানীয় ট্রাক মালিকদের বিক্ষোভ চ্যাংরাবান্ধায়

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে মিছিল স্থানীয় ট্রাক মালিকদের। ছবি : গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ সেপ্টেম্বর : স্থানীয় ট্রাকের ঠিকমতো ভাড়া হচ্ছে না। অথচ বাইরে থেকে ট্রাক নিয়ে এসে ভাড়া খাটাচ্ছেন ব্যবসায়ী এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের একাংশ। এর প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিল করলেন চ্যাংরাবান্ধায় ট্রাক মালিকরা। বুধবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর এলাকার ঘটনা। তাঁদের দাবি, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য পণ্য স্থানীয় ট্রাকে পাঠাতে হবে। বর্তমানে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির অধীনেই হাজারদুয়েক ট্রাক রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য পরিবহণের ভাড়ার আশাতেই এই এলাকার মানুষ ট্রাক কিনেছেন। তাই স্থানীয় ট্রাক ভাড়া নেওয়ার দাবি তাঁরা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় ট্রাক ভাড়া নেওয়ার কথা ব্যবসায়ীদের জানানো হলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। তাই এদিন দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। এরপরেও স্থানীয় ট্রাক মালিকদের বঞ্চিত করা হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। যদিও ট্রাক মালিকদের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই এলাকায় যদি পর্যাপ্ত ট্রাক ভাড়া পাওয়া যায় তাহলে বাইরে থেকে ট্রাক ভাড়া করে নিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। এখান থেকে চাহিদামতো ট্রাক ভাড়া না পাওয়ার কারণেই অনেকে বাইরের ট্রাক আনছেন।

চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি মজিদ ইসলাম, সম্পাদক আব্দুল সামাদ, বিশ্বজিৎ সেন প্রমুখ জানান, বাংলাদেশে পণ্য পরিহণে ভাড়ার উপর ভরসা করেই এখানে অনেকে ট্রাক কিনেছেন। সীমান্তের এই এলাকায় নেই স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ, তাই ঘটিবাটি বিক্রি করেও অনেকে ট্রাক কিনে ভাড়া খাটিয়ে আয় করার চেষ্টা করছেন। তাই স্থানীয় ট্রাকে বাংলাদেশে পণ্য পাঠাতে হবে। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ সাহা এদিন সন্ধ্যায় বলেন, 'এই এলাকায় চাহিদামতো পর্যাপ্ত ট্রাক পাওয়া যায়নি বলেই চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির অধীনের বাইরে থাকা ট্রাক ভাড়া নিয়ে এসেছেন অনেক ব্যবসায়ী। এখানে পর্যাপ্ত ট্রাক ভাড়া পাওয়া গেলে বাইরে থেকে ট্রাক নিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

রামকৃষ্ণ মঠে বস্ত্রদান

মেখলিগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : স্বামী বিবেকানন্দর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠে। মঠ কর্তৃপক্ষ এর আয়োজন করে। স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদান, বৈদিক শান্তি মন্ত্রপাঠ, ভজন ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানে। মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারাত্মানন্দ মহারাজ এখবর জানান। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রী সহ বাইরের কিছু ছেলেমেয়েকে খাতা, চকোলেট দেওয়া হয়েছে। এলাকার ২৩ জন দুস্থকে নববস্ত্র দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ অগাস্ট মেখলিগঞ্জ মহকুমার ১০০ জন দুস্থ মানুষকে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় মঠের তরফে। আগামীতেও দুস্থদের বস্ত্র দেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ত্রিনয়নানন্দ মহারাজ, মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সজল দে প্রমুখ।

হাঁসখাওয়া খেয়াঘাটে সেতুর দাবি পূরণ হয়নি সমস্যায় বহু মানুষ

ফেশ্যাবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : তোর্ষা নদীর হাঁসখাওয়া খেয়াঘাটে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। এবার প্রবল বর্ষণে তোর্ষা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় বাঁশের সাঁকো ভেসে যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে কোচবিহার-১ ও ২ ব্লকের মোয়ামারি ও মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মানুষ কোচবিহার শহরের সঙ্গে যোগাযোগে সমস্যায় পড়েছেন। প্রেমেরডাঙ্গা, ফেশ্যাবাড়ি, নিশিগঞ্জ, পারডুবি, ডুমনিগুড়ি, কালপানি, চাঁপাগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সহজে কোচবিহার শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। উল্লেখ্য, স্থানীয় মানুষ রেলের সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। এমতাবস্থায় হাঁসখাওয়া সড়কসেতু সংগ্রাম কমিটি কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের দ্বারস্থ হয়েছে। নিশীথবাবুকে তারা সেতু তৈরির জন্য দাবিপত্র দিয়েছে।

প্রায় পাঁচ দশক আগে হাঁসখাওয়া খেয়াঘাটের তোর্ষার উপর সড়কসেতুর দাবিতে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটি বারবার নানা মহলে সেতু নির্মাণের দাবিতে স্মারকলিপি দেয়। শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, প্রশাসনিক আধিকারিক সহ নানা মহলে দাবিপত্র দেওয়া হয়। বামফ্রন্টের আমল থেকে দাবি জানানো হচ্ছে। প্রতিবারই মেলে শুধু প্রতিশ্রুতি। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার এবং এখনকার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে মধুপুরের তোর্ষা নদী পেরিয়ে কালপানি, চাঁপাগুড়ি, প্রেমেরডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ, পারডুবি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার দূরত্ব প্রায় দশ থেকে বারো কিমির মধ্যে। এ বছর বর্ষায় বাঁশের সাঁকো জলের তোড়ে ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খেয়াও চলছে না। তাই এলাকার মানুষকে কোচবিহার শহর যেতে ঘুরপথে ঘোকসাডাঙ্গার সতীশের হাট হয়ে বা সুকটাবাড়ি, ঘুঘুমারি হয়ে ৪০-৫০ কিমি ঘুরপথে কোচবিহার শহরে পৌঁছাতে হচ্ছে। সময় ও খরচ দুই-ই বেড়েছে। তবে কেউ কেউ রেলের অপ্রশস্ত ফুটব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। সম্প্রতি ফুটব্রিজ থেকে এক ব্যক্তি পড়ে মারাত্মক জখম হয়েছেন।

এ ব্যাপারে হাঁসখাওয়া সড়কসেতু সংগ্রাম কমিটির সভাপতি তথা মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যোগেশ বর্মন বলেন, 'হাঁসখাওয়া সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। সেতু না থাকায় রেলের অপ্রশস্ত ফুটব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে কোনোমতে চলাফেরা করতে হচ্ছে বৃহৎ এলাকার মানুষকে। প্রতিদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসতে আমি নিজে ভোগান্তির শিকার হচ্ছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

বিষয়টি নিয়ে কমিটির সম্পাদক তথা ফালাকাটা কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পাপন সরকার বলেন, 'একাধিক মহলে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের স্বার্থে আমরা দাবিপত্র পাঠিয়েছি। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়নি। আমরা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের দ্বারস্থও হয়েছি।'

সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য তথা প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা বর্মন বলেন, 'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রেলের অপ্রশস্ত ফুটব্রিজের উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে কোনোমতে হাজার হাজার মানুষ যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সেতু না থাকায় বৃহৎ এলাকার মানুষের ভোগান্তির অন্ত নেই।'

কোচবিহারের সাংসদ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে ইচ্ছা থাকলেও ওখানে সেতু বানাতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এলাকার মানুষের সমস্যা মেটাবে বলে তিনি আশাবাদী।

রেলের অপ্রশস্ত ফুটব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল। ছবি : জাকির হোসেন